[redacted] 3rd sem Honours 4.11.2020

Religion and Culture : Individualism and Collectivism in the East and West

ধর্ম বিষয়টি প্রতিটি মানুষের কাছে ও সংস্কৃতির কাছে অত্যন্ত জটিল, তবে ধর্ম বিষয়টি সহজাতভাবেই সাংস্কৃতিক প্রকৃতির। ধর্ম বিষয়টি কখনও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকেন্দ্রিক আবার কখনও গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতাগত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে ধর্ম বিষয়টি কখনো নৈতিকতাকে বজায় রাখে আবার কখনো জনসাধারণ নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করে। ধর্ম বিষয়টি সাংস্কৃতিক নানা উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটায়। সেই দিক থেকে এই সিদ্ধান্তে অনেক মনস্তাত্ত্বিকরা উপনীত হন, অনেক প্রাচ্য সংস্কৃতি ধর্মের কারণেই গোষ্ঠীকেন্দ্রিক এবং অনেক পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ধর্মের কারণেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তবে ব্যতিক্রমও রয়েছে, যে সংস্কৃতিতে যত ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গোষ্ঠী থাকবে সেই সংস্কৃতি তত বেশি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকেন্দ্রিক হবে। সুতরাং সমাজব্যবস্থা কী প্রকৃতির হবে তার নামকরণ করার পূর্বে ধর্ম ও সংস্কৃতি সমন্ধে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। কখনো কখনো দেখা যায়, একটি সংস্কৃতির মধ্যেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা ও গোষ্ঠীপ্রধানতা দুটি একই সাথে রয়েছে। সেক্ষেত্রে সমাজ সম্পর্কিত বিশ্লেষণে ধর্ম ও দেশভিত্তিক সংস্কৃতি কী ধরনের ভূমিকা পালন করে তার অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে। সবশেষে এটা উল্লেখ করা আবশ্যক, দেশভিত্তিক সংস্কৃতির মধ্যে সংস্কৃতির সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়, যা অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মকে প্রভাবিত করে। ধর্ম মানুষকে গোষ্ঠীরূপে আবদ্ধ রাখে, সামাজিক বিভিন্ন রীতি-নীতির মাধ্যমে।

উপরিউক্ত সম্পূর্ণ আলোচনাটি সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য সমাজ ভিত্তিক, তবে প্রাচ্যে মূলত চীনে সংস্কৃতি ও ধর্মকে নিয়েও নানা গবেষণা হয়েছে কারণ চীনা সংস্কৃতি বৈচিত্র্যতায় সমৃদ্ধ। দেশ ভিত্তিক সংস্কৃতি ও ধর্ম সংস্কৃতি একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সংমিশ্রিত হয়ে সমগ্র সংস্কৃতির মধ্যে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যতা ও গোষ্ঠীবদ্ধতার রূপ প্রতিফলিত হয়। দেশজ সংস্কৃতির কারণেই পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান ধর্ম প্রাচ্যে নতুনভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রাচ্যের ধর্ম ও পাশ্চাত্যের ধর্মকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের জন্য আরো ভিন্ন ধরনের সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে — যা সম্বন্ধে গভীরভাবে অধ্যয়নের প্রয়োজন রয়েছে।

* সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের মনস্তাত্ত্বিক দিক ও ধর্ম : ধর্ম সম্পর্কীয় আলোচনার ক্ষেত্রে ইহুদিদের ধর্ম আমেরিকার প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রীষ্টান ধর্মের তুলনায় বেশী সংহতি বজায় রাখতে পারে। ধর্মীয় সংহতি বজায় রাখার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক মানসিকতার বিনিময় প্রথা বজায় থাকার বিষয়টি প্রাচ্যে পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে এবং এ কারণেই এই সম্পর্কের বহু দিক বর্তমান। ধর্মকে সংস্কৃতি হিসাবে কল্পনা করা যেতেই পারে, (ইহুদি ধর্ম একপ্রকার সংস্কৃতি), জাতীয় বিভিন্ন বিষয় ধর্মকে প্রভাবিত করতে পারে (আমেরিকার খ্রীষ্টান ধর্মকে ঐ রাষ্ট্র প্রভাবিত করেছে), ধর্ম কোনো দেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গঠন করতে পারে এবং বিশ্বায়নে ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাতে পারে (যে সমস্ত অঞ্চলে ধর্ম ও সংস্কৃতি একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আছে, দক্ষিণ কোরিয়ায় খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচার- এর অন্যতম উদাহরণ)।

তবে একই সাথে এটাও উল্লেখ্য যে, পশ্চিমী সমাজের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতা ও প্রাচ্য সমাজের বিভিন্ন বিষয়াদি একে অপরের সাথে সম্পূর্ণভাবে মিশে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন কোনো প্রকারের জন্ম দেয়নি, ব্যক্তি কোন ধরনের সমাজে বসবাস করছে (অর্থাৎ তা ধর্মীয় নাকি অধর্মীয়) তা নির্ধারণ করে সাধারণ মানুষের ধর্ম সমন্ধে মনোভাব কী প্রকৃতির হবে। সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ ও পরিযান সহ ধর্ম ও জাতির মধ্যকার ~~সম্প~~ সম্পর্ক কীরূপ প্রকৃতির ~~হ~~ হবে তা নির্ধারিত হয় ধর্মের প্রতি মানুষের বিশ্বাস, আবেগ ও নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে এবং সাংস্কৃতিক চর্চার পরিমণ্ডলের উপর নির্ভর করে।

* সংহতিবাদ — ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা — ধর্ম : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা ও সংহতিবাদের মধ্যে

সাংস্কৃতিক ভিন্নতা বর্তমান, যা ব্যক্তির স্বাধীন ও পরনির্ভর -শীল দৃষ্টিভঙ্গিকে তৈরী করে। যে কারণে সংস্কৃতির মধ্যকার মানসিকতার সমন্ধে যথেষ্ট অধ্যয়নের প্রয়োজন রয়েছে। সংহতিমূলক সংস্কৃতি ব্যক্তিকে উৎসাহিত করে অন্যান্যদের সাথে সম্পর্ক তৈরী করতে ও পরস্পরের উপর নির্ভর করতে। অন্যদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক সংস্কৃতি ব্যক্তিকে স্বনির্ভর হতে শেখায়, নিজের জীবনের লক্ষ্য - উৎসাহ - ব্যক্তিত্ব নিজেই তৈরী করে নেয়। এই ধরনের সাংস্কৃতিক ভিন্নতা তৈরীর পিছনে ধর্মের প্রভাব রয়েছে — তা বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য থেকে জানা যায়।

মূলত চারটি দিক অধ্যয়নের ~~মা~~ মাধ্যমে প্রমাণিত যে, বিভিন্ন পশ্চিমী ধর্মগুলিতে কেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সংহতিবাদের চিত্র পৃথক পৃথকভাবে পরিলক্ষিত হয়। সেই চারটি দিক সমন্ধে বিশদে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

i) ধার্মিকতা : কোহেন ও তাঁর সহকর্মীরা (2005) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উপর অধ্যয়ন করে দেখেছিলেন যে, আমেরিকার ইহুদি ধর্মাবলম্বী ও ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীরা গোষ্ঠী সংহতিবোধের গঠনে ও রক্ষায় অত্যন্ত সচেতন, একই সাথে আমেরিকার প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বীরা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতা বজায় রাখতেই বেশী উৎসাহী, যারা গোষ্ঠী সংহতিতে জোর দেয় তারা সম্প্রদায় নির্ভর ধর্মীয় চর্চা ও ঐতিহ্যকে বহন করে চলে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতাবোধ ধর্মকে ব্যক্তিগত বিষয় হিসাবেই গ্রহণ করে ও ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তিগত একরৈখিক সম্পর্ক স্থাপন করে, এই ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় বিষয়াদির চর্চা এমনই যে মানুষের মধ্যে গোষ্ঠী সম্পর্ক তৈরী করা ও বজায় রাখার কোনো সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় না,

ধর্মের অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ কোনো বিষয় সম্বন্ধীয় অর্থ ও কাঠামো সম্বন্ধীয় যে ধারণা আমরা পাই তা সম্পূর্ণভাবে অভিজ্ঞতাজনিত গবেষণার মাধ্যমে সংগৃহীত, ব্যক্তির জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার বিবরণ এবং বিভিন্ন ব্যক্তিদের ধর্ম সম্বন্ধীয় ভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত তথ্যই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য করে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা কেন্দ্রিক ও ক্যাথলিক ও ইহুদি ধর্ম সম্প্রদায় কেন্দ্রিক - ঐতিহ্যানুসারী,

ii) নৈতিকতার ধারণা : পাশ্চিমী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা কেন্দ্রিক ধর্ম (আমেরিকার প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম) ব্যক্তির অন্তঃস্থ ও ব্যক্তির বিশ্বাস অন্য ধর্মগুলির সাথে ও অন্যান্য সংস্কৃতির সাথে ভিন্নতা তৈরী করে - যা এ ধর্মের নৈতিক বোধ, New Testament গ্রন্থানুযায়ী যীশুর বক্তব্য, মহিলা সম্পর্কিত কোনো যৌনভাবনা

পুরুষদের মনে থাকলে তা পাপ কাজের সমতুল্য। কিন্তু বিপরীত দিকে, এই একই বিষয় ইহুদি ধর্মের মধ্যে শুধু নিষিদ্ধ হিসাবে রয়েছে তাই নয় বরং ব্যক্তির অন্তর আচরণকে সমাজ নজরদারির মধ্যে রাখে এবং সমাজই ব্যক্তির আচরণ গঠনে বড় পদক্ষেপ নেয় – যেটি সংহতিমূলক সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

কোহেন ও সহকর্মীরা এই ধরনের নানা মৌলিক বিষয়াদিকে নিয়ে জিউধর্ম সহ অন্যান্য নানা ধর্মের ও সমাজের মনোভাব ও কার্যাবলী নিয়ে চর্চা করেছেন।

iii) জীবন পরিবর্তনের অভিজ্ঞতাসমূহ : আমেরিকার প্রোটেস্ট্যান্টদের ধর্ম বিষয়টি ব্যক্তিগত। যেখানে ক্যাথলিক ও জিউ ধর্ম সামাজিক বিভিন্ন বিষয়াদির সাথে লিপ্ত। যে ভিন্নতা ব্যক্তি জীবন অভিজ্ঞতাকেও ভিন্ন করে তোলে, যে ধর্মের মধ্যে পুনর্জন্মের বিশ্বাস রয়েছে সেই ধর্মাবলম্বীদের ঈশ্বরের প্রতি আবেগের ও বিশ্বাসের সম্পর্ক অন্যান্য ধর্মের তুলনায় দৃঢ়ভাবে রয়েছে।

কোহেন ও হিল পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনুমান করে নিয়েছিলেন যে (২০০৭), আমেরিকার প্রোটেস্ট্যান্টদের ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ব্যক্তি নিজের মতো করে তৈরী করে নেয়। কিন্তু অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলি যারা সংহতিমূলক ধর্মের অনুসারী তারা সমাজের পরিপ্রেক্ষিতের জন্যই শতকের পর শতক ধরে ধর্মীয় চর্চাকে ঐতিহ্য মনে করে বজায় রাখতে পারে।

এছাড়াও কোহেন ও হিল প্রত্যক্ষ করেছেন যে, জিউ ধর্মাব-লম্বীদের জীবনধারা প্রোটেস্ট্যান্ট এমনকী ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় বেশী ঈশ্বর কেন্দ্রিক। ক্যাথলিক ধর্ম যতই গোষ্ঠী সংহতি

ও ধর্মীয় ঐতিহ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করুক না কেন, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে ক্যাথোলিক ধর্ম প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের মতো ব্যক্তি স্বাধীনতাকে দিয়ে থাকে।

iv) নির্দেশসমূহ : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা ও গোষ্ঠী সংহতিবোধ ধর্মের এই দুই ভিন্ন ধারা সৃষ্টির পিছনে নানা সামাজিক নির্দেশ বর্তমান। এই সমস্ত নির্দেশ নামা তৈরীর পিছনে ব্যক্তির স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকতে পারে যাকে এক কথায় অভ্যন্তরীন গুনাবলী বলা যেতে পারে। আবার ধর্মীয় নির্দেশ নামা সৃষ্টির পিছনে সামাজিক পারিপ্রেক্ষিত গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে তাকে একথায় বহিঃস্থ গুনাবলী বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি বাধ্য থাকে সমাজের নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী অনুসায়ী আচরন করতে।

প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বীরা আত্মার (নিজ) উপর বেশী বিশ্বাসী। সেকারনে প্রোটেস্ট্যান্টরা অভ্যন্তরীন গুনাবলীর অনুসারী তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্যাথলিক ধর্ম ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহনের অনুমতি দেওয়ায় এই ধর্মেও অভ্যন্তরীন গুনাবলীর অনুগামীতা লক্ষ্য করা যায়। তবে ক্যাথলিক ধর্ম প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের মতো নিজ আত্মায় অধিক মাত্রায় বিশ্বাসী না হওয়ার কারনে দুই ধর্ম অভ্যন্তরীন গুনাবলী অনুসরন করলেও, দুই ধর্মের মধ্যে স্পষ্ট প্রভেদ রয়েছে।

* ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সংহতিবোধের মধ্যকার যোগসূত্রের গুরুত্ব এবং ধর্ম :

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা ও সংহতিবোধকে যদি ধর্মের দৃষ্টিকোন থেকে যদি পর্যবেক্ষন করা হয় তাহলে ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যকের যোগসূত্রকে অনুধাবন করা যায়। সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলি বৈচিত্র্যে ভরা। প্রতিটি সংস্কৃতি,

* Next paragraph

যেখানে ধর্ম আবশ্যিকভাবে বর্তমান, সেগুলিকে যদি পৃথক পৃথক ভাবে পর্যালোচনা করা হয়, তবে দেখা যাবে প্রচুর বৈচিত্র্যপূর্ণ উপ-সংস্কৃতি বর্তমান, যার কারণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা ও সংহতিবোধ নানা আঙ্গিকে উপস্থিত। *"এশিয়ান আমেরিকান" এই শব্দবন্ধনের মাধ্যমে কয়েক হাজার ধরনের সংস্কৃতিকে বোঝায়, কারণ ঐ শব্দবন্ধনের মাধ্যমে এমন এক বা একাধিক স্থানকে বোঝায় যার আয়তন সুবিশাল। একই সাথে এটাও সত্য যে, ঐ আয়তনের চেয়ে অনেক ক্ষুদ্র অঞ্চল হল চীন — যেখানে জাতিবৈচিত্র্য ও উপ-সংস্কৃতি গোষ্ঠীর ব্যাপক সমাহার দেখা যায়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা ও সংহতিবোধ এই বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করার পূর্বে বারংবার বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ এই বিষয়গুলি একান্তভাবেই মনস্তাত্ত্বিক, তবে একদল সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনা করে বলেছেন, কিছু তাত্ত্বিক রয়েছেন, যারা গোষ্ঠীর আচার আচরণের ধরনকে অনুধাবনের মাধ্যমে চিহ্নিত করে ফেলেন তাদের ধর্ম বা সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য কী প্রকৃতির। তা কোনোভাবেই যথাযথ নয়।

কিছু অধ্যয়নের ফলে দেখা গেছে, যে কোনো সংস্কৃতি -তেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সংহতিবোধ — দুটি বৈশিষ্ট্যই একই সাথে বর্তমান। সংস্কৃতির আলোচনায় যেহেতু ধর্মকে সংযোগ করা হচ্ছে সেহেতু এটাও মনে রাখা প্রয়োজন ধর্ম বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। প্রতিটি ধর্মের মধ্যেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও গোষ্ঠী সংহতিবোধ দুটি বৈশিষ্ট্য একইসাথে রয়েছে। যেমন — খ্রীষ্টান ধর্ম শুধুমাত্র ব্যক্তিকে শেখায় না সে একান্তে ঈশ্বর সাধনা করতে বরং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জমায়েত করে থাকে, যা গোষ্ঠী সংহতিবোধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অন্য দিকে, হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম অনুযায়ী

প্রচলিত ধারনা এই যে, ঐ ধর্মগুলি গোষ্ঠী সংহতিবোধ বজায় রাখাতেই বেশী গুরুত্ব দেয়। তবে একথা উল্লেখ্য যে, এই ধর্মগুলি ব্যক্তিকে আত্মার উপলব্ধি করতে শেখায়, বিশ্বাস করা হয় এর মাধ্যমেই ঈশ্বরের দর্শন লাভ সম্ভব। সুতরাং ধর্ম কোনো নির্দিষ্ট একটি বৈশিষ্ট্যকে নিয়ে সমৃদ্ধ নয়। ধর্মগুলির মধ্যে যেমন প্রতিটি বৈশিষ্ট্য একইভাবে বর্তমান তেমন সংস্কৃতিগুলির মধ্যেও প্রতিটি বৈশিষ্ট্য বর্তমান। তবে সব সংস্কৃতিতে সব বৈশিষ্ট্য একইভাবে প্রকট নয়।

ধর্ম ও দেশজ সংস্কৃতি একে অপরকে প্রভাবিত করে। ধর্মই কোনো দেশের সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে স্বাতন্ত্র্যকেন্দ্রিক হয়ে ওঠার জন্য বা গোষ্ঠী সংহতিকে বজায় রাখার জন্য, ধর্ম - সংস্কৃতিকে এক অপরকে দেশ ভিত্তিতে প্রভাবিত করে। সেকারনে দেশের সীমানা অতিক্রম করলে ধর্মের মূল বিষয় একই থাকলেও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, যেমন — আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতা কেন্দ্রিক। কারন, ঐ দেশের প্রশাসন চায় ঐ দেশের সমস্ত দেশবাসী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার পরিবেশে বসবাস করুক। সুতরাং, ধর্মের প্রভাবের বাইরে দেশের প্রভাবকে নিয়ে আলোচনা আবশ্যক। বিভিন্ন দেশের জনগনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করার চেয়ে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী ব্যক্তিদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা যুক্তিযুক্ত।

* প্রাচ্যের ধর্ম — ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা — গোষ্ঠী সংহতিবোধ :—

ধর্ম বিষয়টিকে পাশ্চাত্যে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়

প্রাচ্যের ক্ষেত্রে সেভাবে অনুধাবন করা হয় না। ধর্ম বলতে গেলে যে অতিপ্রাকৃত শক্তির উপাসনার কথা মনে করা হয়, তা যথাযথ নয়। বৌদ্ধধর্ম, তাও ধর্ম, কনফুসিয়াস দ্বারা প্রচলিত ধর্ম কোনো ভাবেই কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তির কথা বলে না। বরং ঐ ধর্মগুলির দার্শনিক দিকটি বর্তমান, ঐ সমস্ত ধর্মগুলির নিজস্ব সম্প্রদায় রয়েছে, কিছু নিয়মাবলী রয়েছে এবং রয়েছে কিছু নৈতিকতা - যা ঐ ধর্মাবলম্বীদের আবশ্যিকভাবে মেনে চলতে হয়। এছাড়াও ঐ ধর্ম ঈশ্বর বলে মান্য করে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে ও এদের ধর্মে একেশ্বরবাদ বিষয়কে প্রধান বলে প্রতিপন্ন করা হয়।

ধর্ম ছাড়াও পাশ্চাত্য সমাজে সমান্তরাল আরো এক শ্রেণি বর্তমান, যাঁরা ঈশ্বরবিশ্বাসী নয়, তাও তারা নিজেদের ধার্মিক পরিচয় দেয়। যে পরিচয় তৈরী হয় সমাজে বসবাসের ফলে, অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তি যেন সমাজে বসবাস করছে সেই সমাজের ধর্মীয় পরিচিতি যা হবে তাই ঐ ব্যক্তির পরিচয়। ঐ ব্যক্তি ঐ ধর্ম বা ঈশ্বর বিশ্বাসী না হলেও তাকে ঐ ধর্মের ঐতিহ্যকে বহন করে চলতে হয়।

প্রাচ্য ধর্মের উন্নয়নের পিছনে প্রাচ্যের গোষ্ঠী সংহতিবোধই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৌদ্ধধর্মে গোষ্ঠী সংহতিবোধ রয়েছে কারন ঐ ধর্মাবলম্বীর দেশের সংহতিবোধ বিষয়টি সংস্কৃতিকভাবে অতি মাত্রায় সক্রিয়। আবার বিপরীতভাবে এটাও স্বীকার্য যে, প্রাচ্য ও দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার সংস্কৃতিতে গোষ্ঠী সংহতিবোধ বিষয়টি ঐতিহ্য হিসাবে বজায় থেকেছে ধর্মের কারনেই।

এছাড়াও, যখন পাশ্চাত্যের কোনো ধর্ম প্রাচ্য সমাজে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তখন ঐ নতুন ধর্মটি র প্রতি সাধারণ মানুষের দুর্নিবার আকর্ষণ জন্মায়। যে আকর্ষণের ফলে চীন ও দক্ষিণ কোরিয়াতে খ্রীষ্ট ধর্ম বর্তমানেও বজায় রেখেছে।

ঐ দেশের সমাজব্যবস্থায় ঈশ্বর সাধনার বিভূতি যে ধরনের উপাসনার ধরনের অন্তর্ভুক্ত, খ্রীষ্টধর্মকেও তারা সেই প্রকৃতির করে নিয়েছে। তাও তাদের খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য হল — ঐ ধর্ম স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই সমান মনে করে সমাজ সংস্কার করতে চায়। চীনের কাছুরে খুব সম্প্রদায়ের খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণের উদ্দেশ্য রয়েছে, কারণ তারা মনে করে প্রগতিশীল হয়ে ওঠার জন্য খ্রীষ্ট ধর্মের অনুসারী হওয়া প্রয়োজন। চীনের ধর্ম ও সংস্কৃতির যে চিত্র আমরা পাই তা সম্ভব হয়েছে, দেশটি ধর্মনিরপেক্ষ ও নাস্তিক ভাবাপন্ন।

খ্রীষ্ট ধর্মের মৃত্যু হতেই পারে, সংস্কৃতি বজায় থাকবে। কারণ চীনে যীশু খ্রীষ্টের উপাসনা করা হয় পিতৃপুরুষের উপাসনার কাঠামোর অভিজ্ঞতাকে। ধর্ম ও সংস্কৃতি অনেক সময় একে অপরের মিশে গিয়ে কোনো নতুন কাঠামোর জন্ম দিতে পারে। অনেকসময় ধর্ম সমাজের সংস্কৃতি অনুযায়ী নিজ বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন এনে এক নতুন রূপ তৈরী করে নেয়।

প্রাচ্যের পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী ধর্মের প্রবণতা হল, হয় তা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কেন্দ্রিক হবে অথবা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক হবে। কিন্তু সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে এই দুই বৈশিষ্ট্য একসাথে বজায় থাকার প্রবণতা বর্তমান, যাই হোক না কেন, বর্তমান সময়ের চীনা সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন হচ্ছে, যার কারণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার বৈশিষ্ট্য প্রধান হয়ে উঠছে।

এছাড়াও এটাও উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিককালে তাত্ত্বিকরা ধর্ম সংক্রান্ত গবেষণা করতে গিয়ে ধর্মের দার্শনিক দিককে অনুধাবনের প্রাধান্য ~~দেওয়া হয়~~ দিচ্ছেন। ঐ দার্শনিক দিকই ব্যক্তির জীবনকে চালিত করে, দর্শনই প্রমাণ করে, ধর্মের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা ও গোষ্ঠী সংহতিবোধ উভয়ই রয়েছে।

প্রাচ্য সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে এটা বিশ্বাসযোগ্য যে, বৌদ্ধ ধর্ম ও দাও ধর্ম গোষ্ঠী সংহতি বোধকে বজায় রেখেছে। গোষ্ঠী সংহতিবোধ বিষয়টি যতই সাংস্কৃতিক বিষয় হোক না কেন সমাজের বৈশিষ্ট্যকে 'অন্তঃ গোষ্ঠী' হিসাবে তৈরী করে নেয়। অন্যদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজেকে স্বাধীন মনে করলেও, সত্যি কী ব্যক্তি পরিবারহীন বা বন্ধুহীনভাবে জীবন কাটাতে পারে? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধর্মের যে জোর ভিন্নতা রয়েছে তা মানুষের মূল্যবোধের ভিন্নতা জন্ম দেয়। এই সমস্ত আলোচনা দেখায় যে, ধর্মের ভিন্নতা থাকলেও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ মানুষের মধ্যে ভিন্নতার জন্ম দেয়। যে কারনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা বোধ ও গোষ্ঠী সংহতি বোধ ধারনা রয়েছে এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নিয়ে দ্বন্দ্ব বর্তমান থেকেই যাবে।